জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা – জুন/০১

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা সমাধানের জন্য বানকি মুনের নতুন চিন্তার আহবান
* বরফ গলে যাওয়া বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করবে–নতুন জাতিসংঘ প্রতিবেদন
* কম্বোডিয়ায় মানবাধিকার সমস্যা নিরসনে সংস্কারের জন্য জাতিসংঘ দুতের আহবান
* এইচআইভি পরীক্ষা ও পরামর্শসেবার উন্নয়নে জাতিসংঘ সংস্থার নতুন নির্দেশনাবলি প্রকাশ

জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা সমাধানের জন্য বানকি মুনের নতুন চিন্তার আহবান

৫ জুন–জাতিসংঘ মহাসচিব আজ বলেছেন জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যার মোকাবেলার জন্য বিশ্বের প্রয়োজন "নতুন চিন্তা ও নতুন করে সবাইকে একত্রিত করা"। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত এই বক্তব্যে তিনি বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে জরুরি ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ গ্রহণেরও আহবান জানান।

দি ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউনের মতামত কলামে জনাব বান লিখেছেন, "উন্নত দেশগুলো কর্তৃক আনীত বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধির সমাধানের প্রস্তাব তাদের কম ভাগ্যবান প্রতিবেশীদের ক্ষতির বিনিময়ে গৃহীত হতে পারে না।"

তিনি উলে–খ করেন বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধি আমাদের সবাইকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, তবে তা একেক দেশকে একেকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তিনি আরও লিখেন সম্পদশালী দেশগুলোর বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে খাপ খাওয়ানোর মত সম্পদ ও প্রযুক্তি রয়েছে।

আফ্রিকবার একজন কৃষকের খরা বা ধুলো ঝড়ে ফসল হারানোর ভয়, বা একজন টুভালু দ্বীপবাসীর তার গ্রামটি পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ার বিষয়ে উদ্বেগ, অবশ্যই অনেকবেশি বিপন্নতার প্রকাশ ঘটায়।

জনাব বান লেখেন, জাতিসংঘ ও ইউরোপীয় দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যার মোকাবেলার জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কৌশলের প্রস্তাব করেছে। এ সপ্তাহে অনুষ্ঠিতব্য জি–এইট শীর্ষ সম্মেলনে শিল্পোন্নত দেশগুলোর নেতাদের সাথে মিলিত হবার জন্য জনাব বান বর্তমানে জার্মানির হেলিগেনডামে অবস্থান করছেন।

তিনি লেখেন আমরা দেখবো কি আছে এই প্রস্তাবে, তবে আমাদের মনে রাখতে হবে। জি এইট চুক্তির পরিধি যদি আন্তর্জাতিক না হয়। তবে তা আন্তর্জাতিক কোন সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। নতুন করে ভাববার ও নতুন করে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করার এটাই সময়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাবি–উ বুশ সম্প্রতি জলবায়ু সংক্রান্ত মার্কিন উদ্যোগ গ্রহণের যে ঘোষণা দিয়েছেন জনাব বান তাকে স্বাগত জানান। তবে তিনি একে আলোচনার জন্য জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক কাঠামোর আওতায় আনার আহবান জানান।

জনাব বান জোর দিয়ে উলে–খ করেন জলবায়ু পরিবর্তনের বিষযে বিজ্ঞানের কথা স্পষ্ট। প্রতিদিনই এর ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও এর জন্য মানুষই প্রধানত দায়ী তার নতুন নতুন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাকে এটি প্রকাশ করছে।

তিনি লেখেন, আজকের যে সমাধান–কার্বন বাণিজ্য–এটাই এ সমস্যা মোকাবেলায় আমাদের একমাত্র হাতিয়ার নয়। তিনি লিখেছেন, নতুন প্রযুক্তি, শক্তি সংরক্ষণ, বনায়ন প্রকল্প এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং ব্যক্তিখাতের বাজার, এ সবই একটি দীর্ঘমেয়াদী কৌশলের অংশ হতে হবে। খাপ খাওয়ানোও হবে এর অন্তর্ভুক্ত। সর্বোপরি সমাধানই এত দুর নিয়ে যেতে পারে।

তিনি আরো লিখেছেন, নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বাৎসরিক বৈঠকের পুর্বে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত এক বিশেষ উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের ঘোষণা তিনি শীঘ্রই প্রদান করবেন।

সম্প্রতি বিশ্বের জনবহুল ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি বিপন্ন দেশগুলোর পক্ষে কথা বলার জন্য তিনি তিনজন বিশেষ দুত নিয়োগ করেছেন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত পৃথক এক বাণীতে জাতিসংঘ মহাসচিব বলেন আসন্ন সংকটকে এড়ানোর জন্য অনেক নীতি ও প্রযুক্তিগত বিকল্প আমাদের সামনে রয়েছে, তবে এগুলোকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন আরো বেশি রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

তিনি বলেন, গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমনহ্রাসে ও শক্তি ব্যবহারের দক্ষতা অর্জনে বিশেষ করে উন্নত দেশগুলো আরো অনেক কিছুই করতে পারে। তারা দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ যেমন, ব্রাজিল, চীন ও ভারতে দুষণমুক্ত উন্নয়নকে সহায়তা দিতে পারে এবং যেসব দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতির মোকাবেলা করছে সেখানে খাপ খাওয়ানোর পদক্ষেপে সাহায্য করতে পারে।

তিনি আরো বলেন, বিশ্বের সর্বত্র যে নাটকীয় জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে তার গতিকেহ্রাস করার প্রয়োজনীয়তা সবাইকেই উপলব্ধি করতে হবে।

বরফ গলে যাওয়া বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করবে-নতুন জাতিসংঘ প্রতিবেদন

৪ জুন-আগামীকাল বিশ্ব পরিবেশ দিবস উত্থাপনের প্রাক্কালে প্রকাশিত জাতিসংঘের এক নতুন প্রতিবেদনে বলা হয়, গলিত বরফের স্ত র, বরফ এবং হিমবাহ সারাবিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করবে।

"বরফ ও তুষার সংক্রান্ত বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি" শীর্ষক এই প্রতিবেদনে বলা হয়, পানীয় জল ও কৃষিকাজে ব্যবহৃত পানির সরবরাহকে উভয়কেই এটি প্রভাবিত করবে। অন্যদিকে সমুদ্রের পানির স্তর বৃদ্ধি উপকূলীয় নিচু এলাকা ও দ্বীপাঞ্চলগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসুচি (ইউনেপ) এবং প্রায় ৭০ জন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞের এক নেটওয়ার্ক এই প্রতিবেদনটি তৈরি করে এবং নরওয়ের ট্রুমসোতে আজ তা প্রকাশিত হয়।

ইউনেপ নির্বাহী পরিচালক একিম স্টাইনার বলেন, প্রতিবেদনে উলে-খ করা হয়েছে। পরিবেশগতভাবে বিপন্ন এক পৃথিবীর বরফাচ্ছন্ন ও তষারাবৃত্ত অংশের ভাগ্য প্রতিটি মন্ত্রণালয়, পরিচালনা কক্ষ এবং প্রতিটি গৃহের উদ্বেগের বিষয়।

প্রকৃতপক্ষে নিরক্ষীয় ও উষ্ণ জলবায়ুতে বসবাসকারী মানুষ, বার্লিন থেকে ব্রাজিলিয়া এবং বেইজিং থেকে বোস্টনের মানুষের কাছে এ তথ্য যতটা গুরুত্বপুর্ণ আর্কটিকে ও বরফে ঢাকা পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের কাছেই এ তথ্য সমান গুরুত্বপুর্ণ।

প্রতিবেদনে বলা হয়, কেবল এশিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের গলিত বরফ ও হিমবাহই বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশের জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে।

তদুপরি বরফ ও তুষার গলে যাওয়ার কারণে সাময়িকভাবে সৃষ্ট হিমবাহেরহ্রদ থেকে হিমপ্রপাত বা বন্যার সৃষ্টি হতে পারে। বরফ গলার কারণে মিথেন গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে, যা বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং এর সাথে বরফের ভুমি গলে যাওয়ার ফলে সাইবেরিয়ার অঞ্চলে বর্তমানে যে হ্রদগুলো রয়েছে যেগুলো আরো সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং নতুনহ্রদ সৃষ্টি হচ্ছে যা থেকে মিথেন গ্যাসের বুদবুদ বের হচ্ছে। এ হ্রদগুলো প্রায় ৪৩,০০০ বছরের পুরোনো।

অন্যদিকে কম তুষার ও সামুদ্রিক বরফের অর্থ হল ভুমি ও মেরু অঞ্চলের্ সমুদ্রগুলো সুর্যের তাপ আরো বেশি করে শোষণ করবে। যা

পক্ষান্তরে বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধি করবে।

এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের শে-াগান হল- “গলিত বরফ-প্রধান আলোচ্য বিষয়”। এটি আন্তর্জাতিক মেরু বর্ষের সমর্থনে ঘোষণা করা হয়। ২০০৭ থেকে ২০০৮ সালকে আন্তর্জাতিক মেরু বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

ট্রুমসোতে প্রকাশিত পৃথক এক প্রতিবেদনে ইউনেপ জানায়, গত দশকে মেরু পর্যটন বৃদ্ধি পেয়েছে, যা মেরু অঞ্চলের বিশেষত এন্টারটিকার পরিবেশগত বিপর্যয়কে ত্বরান্বিত করে। গত দশকে এন্টারটিকায় ভূমি পথে আসা পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৭৫৭ শতাংশ এবং গত ১৪ বছরে সমুদ্র পথে আসা পর্যটকের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৪৩০ শতাংশ। মেরু অঞ্চলে ৯০ দশকের গোড়ার দিকে পর্যটকের সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ বা বর্তমানে বেড়ে ১৫ লক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু পর্যটকের বর্ধিত এ সংখ্যার তুলনায় কার্যকর ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত সুবিধা গড়ে উঠেনি।

আন্তর্জাতিক ইকো-ট্যুরিজম সোসাইটির সাথে যৌথভাবে প্রণীত এই প্রতিবেদনে অনতিবিলম্বে প্রাসঙ্গিক পর্যটন নীতিমালা প্রণয়নের আহবান জানান হয়।

জনাব স্টাইনার বলেন, একদা মেরু অঞ্চল ছিল স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায় আর বৈজ্ঞানিকদের জন্য সংরক্ষিত কিন্তু বর্তমানে তা সৌখিন পর্যটকদের মানচিত্র আর জাহাজের সময়সুচিতেই বেশি দেখা যায়। তিনি বলেন, পর্যটনকে যদি টেকসইভাবে ব্যবস্থাপনা করা যায় এবং এর লাভ ও এ থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ন্যায্যভাবে বণ্টন করা যায় তাহলে তা মেরু পরিবেশ ও মেরু অঞ্চলের স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার সংরক্ষণে ও তাদের কল্যাণে অবদান রাখতে পারবে।

ইউনেপের পর্যটন ইউনিটের প্রধান ও এ প্রতিবেদনের সমন্বয়ক স্টেফানোজ ফাতিয়ো টেকসহ মেরু পর্যটন নীতিমালা ও কর্মসুচির উন্নয়নে স্থানীয় সম্প্রদায়কে সাহায্য করতে আরো বেশি বাস্তব সম্মত পন্থা বের করার আহবান জানান।

এ বছর দিবসের প্রধান অনুষ্ঠান ট্রুমসোতে উদযাপিত হবে। এখানে মেরু বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার আর্চ বিশপ ডেসমন্ড টুটু আর্কটিক ক্যাথেড্রাল গির্জায় এক প্রার্থনায় নেতৃত্ব দেবেন এবং নরওয়ের সিংহাসনের উত্তরাধিকার রাজপুত্র হাকোন ইউনেপ পরিবেশ বিষয়ক শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করবেন।

কম্বোডিয়ায় মানবাধিকার সমস্যা নিরসনে সংস্কারের জন্য জাতিসংঘ দুতের আহবান

৩১ মে- জাতিসংঘ দুত কম্বোডিয়ায় আইনগত সংস্কারকে অভিনন্দন জানিয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এসব সংস্কারের বাস্তবায়ন অন্যান্য আদালত কার্যপ্রণালী এবং দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ার এই দেশটির অন্যান্য মানবাধিকার লংঘনের বিষয়গুলো দুর করবে।

কম্বোডিয়ায় মানবাধিকার বিষয়ক মহাসচিব বান কি মুনের বিশেষ প্রতিনিধি ইয়াস খাই বলেন, তিনি আশা করছেন। দন্ডবিধির কার্যপ্রণালি কম্বোডিয়ায় বিচার ব্যবস্থার অনেক সমস্যারই সমাধান করবে এবং সরকার এর বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার দেবে।

জনাব ঘাই, যিনি ২৯ থেকে ৩১ মে ২০০৭ কম্বোডিয়ায় তার তৃতীয় আনুষ্ঠানিক সফর সম্পন্ন করেছেন। বিশেষ পরিতাপের সাথে তিনি আপিল আদালতের সাম্প্রতিক এক সিদ্ধান্তের কথা উলে-খ করেন যেখানে শ্রমিক সংঘের এক নেতার হত্যাকান্ডের জন্য একজনের বিরুদ্ধে মামলার রায় বহাল রাখা হয় যদিও তার নির্দোষ হওয়ার পক্ষে জোরালো প্রমাণ রয়েছে ও মামলার কার্যপ্রণালিতে মৌলিক গলদ রয়েছে।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, এই শাস্তিকে বহাল রাখ ভীষণ অন্যায়। বিশেষ প্রতিনিধি চে ডিচের হত্যাকান্ডের নিরপেক্ষ, বিশ্বাসযোগ্য ও পুর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি করেন এবং যারা এর জন্য দায়ী তাদের শাস্তি দাবি করেন।

প্রাক্তন খেমারুজ নেতার বিচারের জন্য গঠিত আদালতের জন্য অভ্যন্তরীণ নিয়মকানুনের দ্রুত প্রণয়নের ব্যাপারেও তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

৭০-দশকের শেষের দিকে গণহত্যা ও অন্যান্য বর্বরোচিত অপরাধের জন্য তাকে অভিযুক্ত করা হয়। জনাব ঘাই বিচার প্রক্রিয়া ও অনিয়মের বিষয়ে স্বাধীন আন্তর্জাতিক নজরদারির ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।

অন্যদিকে তিনি শ্রমিক আন্দোলনের সদস্যদেরকে ক্রমাগত ভয়ভীতি প্রদর্শনের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, শীঘ্রই তিনি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করবেন যাতে কিছু ধনীক শ্রেণীর স্বার্থে ভূমি ব্যবহারের কারণে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা কিভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে তা উপস্থাপন করা হবে।

অন্যদিকে তিনি স্বীকার করেছেন যে ১ এপ্রিল কম্যুন কাউন্সিলের নির্বাচন পুর্বের বছরের নির্বাচনের তুলনায় কম সহিংসতা, হুমকি ও বিরোধিতাপুর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে তিনি ভোটারের সংখ্যা কমে যাওয়ার বিষয়ে যে তদন্ত হচ্ছে তার ফলাফলের অপেক্ষা করছেন।

তিনি বলেন, যারা পরবর্তী বছরের সাধারণ নির্বাচনে ভোটদান করতে চান তাদেরকে নিবন্ধনভুক্ত হওয়ার ও ভোটদানের পুর্ণাঙ্গ সুবিধা দিতে হবে এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে অবাধে ও মুক্তভাবে তাদের প্রচারাভিযান চালানোর সুযোগ দিতে হবে।

সফরকালে বিশেষ প্রতিনিধি ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী সার খেং-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তবে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, অন্যান্য আরো যেসব ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তার তার সাথে সাক্ষাতের কথা ছিল। তারা কেউই তার সাথে সাক্ষাৎ করেনি। তবে তিনি সুশীল সমাজ, রাজনৈতিক দল, জাতীয় নির্বাচন কমিশন, জাতিসংঘ সংস্থা ও কূটনীতিকদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পেরেছেন।

এইচআইভি পরীক্ষা ও পরামর্শসেবার উন্নয়নে জাতিসংঘ সংস্থার নতুন নির্দেশনাবলি প্রকাশ

৩০ মে- অতি প্রয়োজনীয় এইচআইভি চিকিৎসা, পরিচর্যা ও প্রতিরোধ সেবা পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই ভাইরাসের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং এ সম্পর্কিত পরামর্শ সেবার ওপর জাতিসংঘের দু'টি সংস্থা যৌথভাবে আজ এক নতুন নির্দেশনাবলি প্রকাশ করেছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) এবং যৌথ জাতিসংঘ এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ কর্মসূচি (ইউএনএইডস) স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের উদ্যোগে আরো বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরামর্শ সেবা প্রদানের আহবান জানান।

বর্তমানে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজ উদ্যোগে এইচআইভি পরীক্ষা করায় ও পরামর্শ সেবা গ্রহণ করে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন বর্তমান ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে সামাজিক লজ্জা, বৈষম্য ও সেবা পাওয়ার সীমিত সুযোগের কারণে। এছাড়াও যেসব এলাকায় এইচআইভি সংক্রমণের হার অত্যন্ত বেশি সেখানেও অনেক লোকজনের ধারণা যে তারা ঝুঁকির মধ্যে নেই।

নিম্ন ও মধ্য-আয়ের দেশগুলোর প্রায় ৮০ শতাংশ এইচআইভি রোগীই জানে না যে তারা যে এ রোগে আক্রান্ত হয়েছে। আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলে সম্প্রতি পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে মাত্র ১২ শতাংশ পুরুষ ও ১০ শতাংশ নারী এইচআইভি পরীক্ষা করিয়েছে এবং তার ফলাফল জেনেছে।

আগেই ভাগেই এইচআইভি-এর পরীক্ষা করানোর উৎসাহ প্রদান করতে পরীক্ষা ও পরামর্শসেবার প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। এটা চিকিৎসা এবং সেবার সম্ভাব্য সুফলকে আরো অনেক বৃদ্ধি করতে পারে এবং এইচআইভি আক্রান্তদের এ ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে তথ্য ও পন্থা বাতলে দিতে পারে।

ইউএনএইডস-এর পর্যবেক্ষণ ও মুল্যায়ন বিষয়ক পরিচালক, পল ডি লে বলেন, আমরা যদি এ মহামারীকে পরাজিত করতে চাই চিকিৎসা, প্রতিরোধ প্রচেষ্টা এবং এইচআইভি-এর পরীক্ষা দ্রুত বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি।

হু ইউএনএইডস নির্দেশনাবলিতে বলা হয়েছে সাধারণ এইচআইভি বিস্তারের ক্ষেত্রে, সব চিকিৎসা কেন্দ্রের সব রোগীদেরই এইচআইভি পরীক্ষা করার ও পরামর্শ সেবা গ্রহণের কথা বলা উচিত। অন্যদিকে কোন কেন্দ্রীভুত ও নিম্ন পর্যায়ের সংক্রমণের ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষেত্র,

যেমন, গর্ভকালীন সেবা ও য?ক্ষ্মার চিকিৎসা নিতে আসা সব রোগীকে পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দিতে হবে।

দুই সংস্থার প্রধান সুপারিশমালার মধ্যে আরো বলা হয়েছে যে এইচআইভি সংক্রান্ত সব ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে স্বেচ্ছা প্রণোদিত, গোপনীয় এবং রোগীর সম্মতিক্রমে; রোগীদের পরীক্ষা করাতে অস্বীকার করার এবং পরীক্ষাকে প্রতিরোধ, চিকিৎসা, পরিচর্যা ও সহায়তা পাওয়ার সাথে সম্পৃক্ত না করার অধিকার রয়েছে।

হু এইচআইভি/এইডস পরিচালক কেভিন ডি কুকু বলেন, আমরা আশা করছি নতুন নির্দেশনাবলি দেশগুলোকে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে এইচআইভি পরীক্ষা সুযোগ বিশেষভাবে বৃদ্ধি করতে উৎসাহিত করবে এমন ধরনের বাস্তবসম্মত পদ্ধতির মাধ্যমে যা একই সাথে উন্নত সেবা পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করবে এবং ব্যক্তিগত অধিকারকে সংরক্ষণ করবে।

হু এবং ইউএনএইডস জোর দিয়ে বলেন, স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের উদ্যোগের এইচআইভি পরীক্ষা ও পরামর্শ সেবার অর্থ এই নয় যে এইচআইভি-এর পরীক্ষা করানো বাধ্যতামুলক।

** ** **